মহেশ শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

হিন্দু জমিদার অধ্যুষিত গ্রাম কাশীপুর। যেখানে গরিব কৃষক গফুর এর বাস। তার সংসার বলতে দুজনা সে এবং তার ১০ বছর বয়সী মেয়ে আর আছে একটি গরু, মহেশ। গফুর এর অবস্থা গরীব বললে সঠিকভাবে প্রকাশ পায়না। হীনদরিদ্র বলতে যা বোঝায় ঠিক তাই, একবেলা খেলে দুবেলা উপুস দিতে হয় বাপ মেয়েকে। এর মধ্যে শাকের উপর আটির বোঝার মত রয়েছে গরু মহেশ।

চৈত্র মাস, মাঠঘাট সব শুকিয়ে গেছে, বোবা প্রানি তো আর না খেয়ে থাকতে পারেনা। তার উপর এলাকার ব্রাহ্মন হিন্দুরা এসে শাসিয়ে যায়, গরু যদি না খেয়ে মারা যায় তাহলে জমিদার এর কাছে বিচার দেবে, জমিদার বাবু খুব কড়া কিনা। কোনকোনদিন গফুর মেয়েকে লুকিয়ে ঘরের চালের খর, নিজে না খেয়ে ভাত খেতেদেয় মহেশকে। তবুও মহেশের পেট ভরেনা, তাই মানুষের ক্ষেতে মুখ দেয়। আর গফুর ঘরের থালা বাসন বন্ধক রেখে টাকা এনে মহেশকে ছুটিয়ে আনে ক্ষেতের মালিকদের কাছ থেকে। অবলা প্রানি নিজের সন্তানের মত কিনা।

একদিন জমিদার বাবুর পেয়াদা আসে গফুরকে নিয়ে যেতে, মহেশ জমিদার বাবুর শখের ফুলের বাগানে ঢুকে জমিদারের পছন্দের চারা খেয়ে ফেলেছে

কাহিনিসংক্ষেপ

কাশীপুর গ্রামের দরিদ্র কৃষক গফুর। তার মেয়ের সাথে সে কোনরকমে একটি জীর্ণ ঘরে দিন গুজরান করে। তার পরিবারের সদস্য বলতে তারা দুই জন আর মহেশ। সে যে গ্রামে থাকে, সে গ্রামের জমিদার শিববাবু ও তার পণ্ডিত তর্করত্ন তাকে গরুর প্রতি অবহেলার দায়ে অভিযুক্ত করে। তারা গো শব্দের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যা করে গফুরকে বোঝালেও নিজেরা গরুকে খাওয়ার জন্য খড় দিতে অস্বীকার করে। টাকার লোভে গ্রামে গরু চরে বেড়ানোর একমাত্র মাঠ বিক্রি করে দেয়। গল্পের শেষে একটি ঘটনায় মেজাজ হারিয়ে গফুর তার মহেশকে লাঙলের ফলা দিয়ে আঘাত করে মেরে ফেলে, যে মহেশকে সে তার 'ছেলে' বলে অভিহিত করেছিল। এরপর সে গ্রামে থাকা সবকিছু ফেলে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে চলে যায়। সে যাবার পথে উপরওয়ালার কাছে যারা মহেশের খাবার ঘাস কেড়ে নিয়েছে, খাবার পানি কেড়ে নিয়েছে, তাদের কসুর মাফ না করার ফরিয়াদ জানায়।

পাঠ প্রতিক্রিয়া- শরৎচন্দ্র এর ছোট গল্পগুচ্ছ খুব পাঠক সমাদৃত। এই বইয়ের মধ্যে এই গল্পটি আমার কাছে খুব ভালো লেগেছে, একজন মানুষ কতটুকু ভালোবেসে একটা প্রানীর জন্য নিজের ঘরের খড় খুলে খাওয়ায়, নিজের অভুক্ত থেকে ভাত তুলে দেয়, যেখানে গাই গরু পাললে দুধ পাওয়া যায় সেখানে গফুর এর মত গরীব কৃষক এর ষার গরু পালনের করুন কাহিনী গল্পটিতে খুব সাবলীল ভাবে রচিত হয়েছে।

মহেশ শরৎ চন্দ্রের শ্রেষ্ঠ একটা সৃষ্টি। এটার তুলনা তার আর কোন লেখার সাথে করা চলে না।এরকম একটা লেখা আর দ্বিতীয়টা হবে কিনা সন্দেহ।